যুগান্তর

তারিখ ..... 19 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি

পদ্ধতিগত জটিলতায় শিক্ষার্থীরা

মাহমুদুল হাসান নয়ন

বেড়েছে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ এর সংখ্যা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীদের এবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পালা। আর শিক্ষাজীবনের তিনটি ধাপ পেরিয়ে জ্ঞানের নতুন রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রতিযোগিতার শেষ নেই। প্রথম সারির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় একটি আসন পেতে একজন শিক্ষার্থীকে অন্তত অর্ধশত শিক্ষার্থীর সঙ্গে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এরই মধ্যে এ বছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংকটের কারণে জিপিএ-৫ পেয়েও ১৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী সেখানে ভর্তির সুযোগ পাবে না। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে 'অদ্ভুত' সব নিয়ম তৈরি করেছে পদ্ধতিগত জটিলতা। এসব কারণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে বিপাকে পড়তে হয় ভর্তিচ্ছু মেধাবী শিক্ষার্থীদের।

> জিপিএ-৫ পেয়েও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাবে না ১৫ হাজার

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শর্ত ও নিয়ম রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী নিয়মগুলো প্রণয়ন করে থাকে। এর ফলে প্রায়ই ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়তে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হল প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও তারিখ নির্ধারণে সমন্বয়হীনতা, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা এবং প্রতিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য আলাদা ফি নির্ধারণ, একই ইউনিটে ভর্তিতে একাধিক শিফটে পরীক্ষা গ্রহণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন সংযোজন। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির জন্য আলাদা শর্তারোপ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তির আবেদন করে। জটিলতার শুরু হয় এখান থেকেই। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে আবেদন করতে হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। ফলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এক ডজনেরও অধিক আবেদন করতে হতে পারে। আবেদন শেষে প্রবেশপত্র পেতে লেগে যায় দীর্ঘসময়। ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য হাতে যথেষ্ট সময় না থাকায় প্রায়ই হয়রানির শিকার হন শিক্ষার্থীরা। এসব কারণে একদিকে শিক্ষার্থীদের ■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ৬

পদ্ধতিগত জটিলতায় শিক্ষার্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এবং অন্যদিকে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিফট-শিফট পরীক্ষায় বৈষম্য : একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে ভর্তি হতে পরীক্ষা দিচ্ছে সবাই। অথচ একেকজনকে একেক প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ চিত্র দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে একটি বিষয়ে ভর্তির জন্য ৬টি শিফটে পরীক্ষা হচ্ছে। একেকটি শিফটের জন্য একেক ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এর কোনোটিতে সহজ প্রশ্ন আসছে আবার কোনোটিতে তুলনামূলক কঠিন প্রশ্ন আসছে। শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের একরোখা মনোভাবের ফলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের এ পদ্ধতিগত জটিলতা থেকে বের হতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জায়গা সংকটের কারণেই তাদের আলাদা শিফটে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। তবে বাস্তবতা হল, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা সংকটের কারণে নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে তাদের কিছু অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হয়। সেই অর্থ যাতে খরচ না হয় সে কারণেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিফটে শিফটে পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

ইউনিট বাড়িয়ে বাড়তি অর্থ আদায়ের ফন্দি : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা— এই প্রধান তিনটি ধারায় পড়াশোনা করে থাকে। ফলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য তিন ধরনের এবং সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে বিভাগ পরিবর্তনের জন্য একটি পরীক্ষা নেয়াকে আদর্শ ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি হিসেবে মনে করেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। তবে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কৌশল হিসেবে সুকৌশলে আলাদা পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চালু করেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি ইউনিট এবং দুটি ইন্সটিটিউট রয়েছে। এর মধ্যে কলা ও মানবিক অনুষদভুক্ত 'সি' ইউনিটে ৯টি বিষয় রয়েছে। এই নয়টি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য আলাদা ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ ১৬টি বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতে পারে। এসব ইউনিটে ভর্তির আবেদন করতে হলে শিক্ষার্থীদের দেড়শ' থেকে সাড়ে তিনশ' টাকা গুনতে হয়। ফলে একদিকে সময়ের অপচয় ও হয়রানি এবং অন্যদিকে অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থেই পদ্ধতিগত এ জটিলতাগুলো জিইয়ে রেখেছে বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। এমন অবস্থা বিরাজমান চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রতিটি ইউনিটের আবেদন খরচ পড়ে ৩০০-৫০০ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বয়হীনতায় ভোগান্তি : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়। এর ফলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের। দেখা যায়, অনেক সময় একই সময় কিংবা কাছাকাছি সময়ে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করেন। এর ফলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে শিক্ষার্থীদের দেশের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়। ছাত্ররা অভিভাবক ছাড়া পরীক্ষা দিতে গেলেও নিরাপত্তাজনিত কারণে ছাত্রীরা তা পারে না। ফলে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যেতে হয়। অনেক সময় সেটি সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও প্রায়ই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার ট্রেন থেকে ছিটকে পড়তে হচ্ছে। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের মিল থাকে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েন।

সিলেবাসের বাইরে থেকেও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন : এসব সমস্যার পাশাপাশি অন্যতম একটি সমস্যা হল— মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসে নেই এমন সব বিষয় ভর্তি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা। কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নে এমন কিছু বিষয় আনা হয়, যার সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পঠিত বিষয়ের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ জ্ঞান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়নে বিষয়টি বেশি পরিলক্ষিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্যও গণিতবিষয়ক প্রশ্ন থাকে। যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিকে মানবিক শিক্ষার্থীরা গণিত পড়ে না, তাই এদের বেশির ভাগই ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়তে হয়।

পদ্ধতিগত জটিলতায় কোচিং ব্যবসা রমরমা : প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতির জটিলতার সুযোগটি কাজে লাগিয়ে রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে কোচিং সাম্রাজ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পড়েনি— এমন সব বিষয় পড়ানো হবে এই প্রলোভন দেখিয়ে তারা শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করে শিক্ষার্থীদের কোচিংমুখী করছে। একশ্রেণীর শিক্ষার্থীর কোচিংমুখী প্রবণতা অন্যদেরও কোচিং সেন্টারমুখী হতে বাধ্য করছে। সে কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা বন্ধের উদ্যোগ নিলেও শিক্ষার্থীরা কোচিং বিমুখ হচ্ছে না। তারা বরং একাদশ শ্রেণী থেকেই কোচিং সেন্টারের পথে হাঁটা শুরু করেছে। এভাবে তারা হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। একদিকে ভর্তি আবেদনের খরচ, অন্যদিকে কোচিংয়ে পড়ানোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ জোগাতে হিমশিম খায় অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা।

গরিবের হয়রানি পদে পদে : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে অসচ্ছল, গরিব ছেলেমেয়েদের পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয়। ওপরের পদ্ধতিগত সব জটিলতার পাশাপাশি তাদের বড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ভর্তি পরীক্ষা দিতে একাধিক ইউনিটে আবেদন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে যাতায়াত ভাড়া এবং থাকতে সাংঘাতিক আর্থিক ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। পাশাপাশি এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই কোচিং সেন্টারে ভর্তির যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে তাও ক্ষতির সম্মুখীন করছে তাদের। মফস্বলের দরিদ্র শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ের টাকা কোনোভাবে জোগাড় করলেও রাজধানীতে থেকে পড়াশোনা করতে সামর্থ্য হন না। ফলে তাদের পদে পদে বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

চান্স পেয়েও হয়রানির শিকার : নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে একজন শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় তখন আবার বিভিন্ন শর্তের মারপ্যাঁচে পড়ে তাকে হয়রানির শিকার হতে হয়। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে আলাদা পাস নম্বর, বিভিন্ন বিভাগের পৃথক শর্ত, উচ্চ মাধ্যমিকে ৪০০ নম্বরের বাংলা ও ইরেজির শর্ত শিক্ষার্থীদের বিপাকে ফেলে। এসব শর্তের বেড়াজালে বিগত বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য আসন ফাঁকা ছিল। ২০১৪ সালে অতিরিক্ত শর্তারোপের ফলে ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে মাত্র দু'জন শিক্ষার্থী ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছিল। তবে এ বছর সব বোর্ডের শিক্ষার্থীরা ৪০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি বিষয় নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় শর্তের হয়রানির কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। শর্ত ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের বৈষম্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত 'ঘ' ইউনিটে বিজ্ঞান বিভাগ ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য আসন থাকে প্রায় দুই হাজার। সেখানে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০টির মতো। একই প্রশ্নে পরীক্ষা দেয়া সত্ত্বেও এ রকম আসন বণ্টনকে বৈষম্য বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও অনেকটা একই রকম। দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাতেই এ ধরনের নানা অসঙ্গতি রয়েছে।

জিপিএ-৫ পেয়েও ভর্তি হতে পারবে না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে : ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৯টি। চালু রয়েছে ৩৭টি এবং দুটি নির্মাণাধীন। এর মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য দিয়েছে। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ৩৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৪০ হাজার ৭২৭টি। এদিকে এ বছর ৮টি সাধারণ বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে মোট ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন শিক্ষার্থী পাস করেছে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। সেই হিসাবে জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও ১৭ হাজার ৫৪৯ জন শিক্ষার্থী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না। তবে ইউজিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে আসন সংখ্যার চেয়ে ১ হাজার ১৩১ জন শিক্ষার্থী বেশি ভর্তি করা হয়েছে।